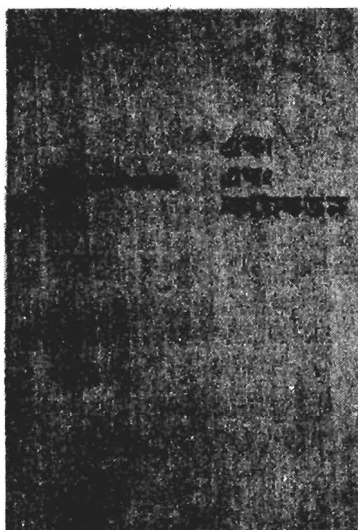


সু নী ল গঙ্গো পা ধ্যা য়  
একা এবং কয়েকজন





## একা এবং কয়েকজন

### সৃষ্টিপত্র

প্রার্থনা ১৩, ঝর্ণা-কে ১৩, সপত্নী ১৪, বিবৃতি ১৪, মিনতি ১৫, দুপুর ১৬, তামসিক ১৭, এক ঘুমের পর ১৭, চতুরের ভূমিকা ১৮, সপ্তপদী এবং আরো এক লাইন ১৯, মঞ্চ ১৯, বুকে যে ঝর্ণার উৎস ২১, ভূমি ২১, বিচ্ছেদ ২২, অবিশ্বাস ২৩, কঠিন মিল ২৩, ঘর ২৪, সাপ ২৫, একা ২৫, উপলব্ধি ২৬, দুই হৃদয় ২৭, একটি অনুভব ২৭, পিপাসার ঝড় ২৮, ব্যর্থ ২৯, নক্ষত্র ৩০, ঝড় ৩০, যদি কোনোদিন ৩১, রাত্রি ৩২, সময় ৩২, শেষ প্রণয় ৩৩, ক্ষণিকা ৩৪, আত্মকাহিনী ৩৪, সমুদ্র এবং মধ্যবয়স ৩৫, পরমা ৩৬, সমর্পণ ৩৬, কবি ৩৭, তিনজন তরুণ কবি—একটি থ্রোটেক্স্ট ৩৭, সহজ ৩৮, চতুর্দশপদী ৩৯, স্বর্ণলতা ৪০, অন্যপ্রাণ ৪১, বৃষ্টির ইতিহাস ৪১, একজন মানুষের গল্প ৪২, পাপ ৪৩, অনুভব ৪৪, চিরহরিৎ বৃক্ষ ৪৪, নেশা ৪৫, অনির্দিষ্ট নায়িকা ৪৬

## প্রার্থনা

ঝঙ্জু শাল অশ্বখের শিকড়ে শিকড়ে যত ক্ষুধা  
সব তুমি সয়েছো, বসুধা ।  
স্তব্ধ নীল আকাশের-দৃশ্য অন্তহীন-পটভূমি  
চক্ষুর সীমানা প্রান্তে বেধে দিয়ে তুমি  
ঐকে দিলে মাঠ বন বৃষ্টি-মগ্ন নদী—তার দূরভাস তীর  
আমাকে নিঃশেষে দিলে তোমার একান্ত মৃদু মাটির শরীর ।

আমার জন্মের ভোর সূর্য-শরে আহত মাটিতে  
প্রতাহকে ধরে থাকা অব্যাহত মুঠিতে ।  
নিবিড় ঘূমের মৌন জীবনের অস্পষ্ট আভাসে  
নিষ্পন্দ অন্ধকারে মিশে যায়,—বর্ণ ভেসে আসে,  
লাগে স্পর্শ-উষ্ণ হাওয়া, দেখি চক্ষু ভরে  
সূর্যমুখীর মতো মেলে আছে সেই এক অপরাপ ভোরে ।

আমারও আকাঙ্ক্ষা ছিল সূর্যের দোসর হবো তিমির শিকারে  
সপ্তাশ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অঙ্গীকারে ।  
অথচ সময়হত আপাত বস্তুর দ্বন্দ্বে দ্বিধাশ্রিত মনে  
বর্তমান-ভীত চক্ষু মাটিতে ঢেকেছি সঙ্গোপনে ।

দাঁড়াও ক্ষণিক তুমি স্তব্ধ করে কালচিহ্ন ভবিষ্য অপার  
হৃৎস্পন্দে দাও আলো-উৎসের ঝংকার ।  
নির্মম মুহূর্ত ছুয়ে বাঁচার বঞ্চনা স'য়ে স'য়ে  
আমাকে স্বাক্ষর দাও নবীন যৌবন, সমারোহে ।

## ঝর্ণা-কে

সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায়  
গানের তোড়ে দম বাধলো গলায়  
হারানো তার গানের পিছে হারালো তার প্রাণ,  
আহা, ভুলে গেলাম কি যেন তার গান !

প্রাণ দিয়েছে দেয়নি তার হাসি  
গানের মতো প্রাণ ছেড়েছে খাঁচা ।  
সেই যে তার মরণাহত হাসি  
ঝর্ণা, জ্ঞানো, তারই নাম তো বাঁচা ।

## সপত্নী

তুমি কবিতার শত্রু—কবিতার মন্দির সৌরভ  
মুহূর্তেই মুছে যায়—তুমি এলে আমার এ ঘরে  
থাকে শুধু যৌবনের যন্ত্রণার তীব্র অনুভব  
বৃষ্টির মতন ঝরে অঙ্ককার—সমস্ত অন্তরে ।  
আমাকে নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন করে নাও তুমি এসে  
সমস্ত পৃথিবী থেকে তোমার আপন পৃথিবীতে  
নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে সাধ হয় ভালোবেসে  
কবিতার শেষ শিখা মুছে যায় কখন নিভতে ।

তুমি চলে গেলে দূরে সূর্যমুখী উষার মতন  
ফিরে আসে অন্য সখী, কবিতা, আমার এই ঘরে  
শূন্যের আশ্রয় থেকে তুলে নেয় মায়াবী সংসার ভীর্ণ মন  
সে আমার যন্ত্রণাকে আনন্দের স্বাদে সিক্ত করে ।  
কাব্যের সপত্নী তুমি, তুমি তাকে চাও না অন্তরে  
সে তবু আমার মনে তোমারই স্বপ্নের মূর্তি গড়ে ।

## বিবৃতি

উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উন্তিরিশে এসে  
গর্ভবতী হল, তার মোমের আলোর মতো দেহ—  
কাঁপালো প্রাণান্ত লজ্জা, বাতাসের কুটিল সন্দেহ—  
সমস্ত শরীরে মিশে, বিন্দু বিন্দু রক্তে অবশেষে—  
যন্ত্রণার বন্যা এলো, অঙ্ক হলো চক্ষু, দশ দিক,  
এবং আড়ালে বলি, আমিই সে সূচতুর গোপন প্রেমিক ।

দিবসার্থ পায়ে হেঁটে ফিরি আমি জীবিকার দাসত্ব-ভিখারী  
ক্লান্তি লাগে সারারাত, ক্লান্তি যেন অঙ্ককার নারী ।

একদা অসহ্য হলে বাহুর বন্ধনে পড়ে ধরা  
যন্ত্রণায় জর্জরিতা দুঃখিনী সে আলোর স্বরূপে  
মাংসের শরীর তার শুভঙ্কণে সব ক্লান্তিহরা  
মণ্ডকের মতো আমি মগ্ন হই সে কন্দর্প-কূপে

তার সব ব্যর্থ হল, দীর্ঘশ্বাসে ডরালো পৃথিবী  
যদিও নিয়ম নিষ্ঠা, স্বামী নামে স্বপ্ন চেনা লোকটির ছবি  
শিয়রেতে ক্রটিহীন, তবু তার দুই শঙ্খ স্তনে  
পূজার বন্দনা বাজে আদিগন্ত রাত্রির নির্জনে ।

সে তার শরীর থেকে ঝরিয়েছে কাম্মার সাগর  
আমার নির্মম হাতে ঝেঁপেছে বৃকের উপকূল,  
তারপর শাস্ত হলে সুখে দুঃখে কামনার ঝড়  
গর্ভের প্রাণের বৃন্তে ফুটে উঠলো সর্বনাশ-ফুল ।

বাঁচাতে পারবে না তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহ শিশু  
হবিষ্যাম পুষ্ট দেহ ভবিষ্যের ভারে হল মরণসম্ভবা  
আফিম, ঘুমের দ্রব্য, বেছে নেবে আগুন, অথবা  
দোষ নেই দায়ে পড়ে যদি বা ভজনা করে যীশু ।

## মিনতি

ঝড় দিসনে, আকাশ, সেই সুন্দরীর ঘরে

ধিরধিরিয়ে কাঁপতে থাকুক ভীকু দীপের শিখা  
আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাক সে শুয়ে,  
একা ঘরের প্রতীক্ষিতা, আকাশ-কনীনিকা ।

দিঘির মতো শরীর তার নরম জলে ভরা  
ব্যথার দাগ যদিও আঁকে প্রেমিক কাপুরুষ -  
সওদাগর ভৃত্য এক বাঁচার ভয়ে মরা ।

ঝড় দিসনে, আকাশ, তবু বিরহিণীর ঘরে

আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাকুক শুয়ে  
বিকমিকিয়ে উঠুক কেঁপে ভীক দীপের শিখা  
প্রেমিক যেন নেভায় এসে একটি দ্রুত ফুয়ে ।

## দুপুর

রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে রৌদ্রের প্রতিমা  
এ যেন আলোরই শস্য, দুপুরের অস্থির কুহক  
অলিন্দে দাঁড়ানো মূর্তি ঢেকে দিল দু' চক্ষুর সীমা  
পথ চলতে থমকে গেলো অপ্রতিভ অসংখ্য যুবক ।

ভিজ়ে চুল খুলেছে সে সুকুমার, উদাস আঙুলে  
স্তনের বৃন্তের কাছে উদ্বেলিত গ্রীষ্মের বাতাস  
কি যেন দেখলো চেয়ে আকাশের দিকে চোখ চেয়ে  
কয়েকটি যুবক মিলে একসঙ্গে নিল দীর্ঘশ্বাস ।

একজন যুবক শুধু দূর থেকে হেঁটে এসে ক্লাস্তক্লান্ত দেহে  
সিগারেট চোঁটে চেপে শব্দ করে বারুদ পোড়ালো  
সম্বল সামান্য মুদ্রা করতলে শুনে শুনে দেখলো সন্নেহে  
এ মাসেই চাকরি হবে, হেসে উঠলো, চোখে পড়লো  
অলিন্দে আলো ।

এর চেয়ে রাত্রি ভালো, নির্লিপ্তের মতো চেয়ে বললো মনে মনে  
কিছুদূর হেঁটে গিয়ে শেষবার ফিরে দেখলো তাকে  
রোদ্দুর লেগেছে তার ঢেকে রাখা যৌবনের প্রতি কোণে কোণে  
এ যেন নদীর মতো, নতুন দৃশ্যের শোভা প্রতি বাঁকে বাঁকে ।

এর চেয়ে রাত্রি ভালো, যুবকটি মনে মনে বললো বারবার  
রোদ্দুর মহৎ করে মন, আমি চাই শুধু ক্লান্ত অঙ্ককার ।

## তামসিক

পায়ের নিচে শুকনো বালি একটু ঝুঁড়লে জ্বল  
গভীরে যাও গভীরে যাও বৃকের হলাহল  
আলো চায় না, হাওয়া চায় না, স্তব্ধতার সুখ  
দেখ জ্বলছে আকাশ ভ'রে, তবু ফেরাও মুখ  
গভীরে যাও গভীরে যাও দু' হাতে ধরো আঁধার  
পায়ের নিচে বালি ঝুঁড়লে অতল পারাবার ।

মৌমাছির চাক ভেঙেছি, আমার চোখে মুখে  
উড়ে বসলো কয়েক হাজার, সমস্ত বিষ বৃকে  
জমছে এসে, জ্বলে উঠলো অসীম মরুভূমি  
হা-হা শব্দে বালি পুড়ছে, যদি পারতে তুমি  
ছড়িয়ে দিতে বৃকের বিষ আশিরপদনখে  
আমি যেতাম সমুদ্রতীর, ঝলসে উঠতো চোখে  
তীর নীল বাঁচার স্বাদ,—অন্ধকার জ্বলে  
আমি হয়তো ডুবে যেতাম আলোর কৌতূহলে ।

এ কি অবাধ হাওয়া বইছে বাসনা চঞ্চল  
আলো চাইনি, হাওয়া চাইনি, বৃকের হলাহল  
নিচে টানছে অন্ধকারে, চোখ ঢাকছে আঁধার  
হয়তো শুকনো বালি ঝুঁড়লে অতল পারাবার ।

## এক ঘুমের পর

সমস্ত আকাশ থেকে রাত্রি আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে

নীলকান্ত অন্ধকারে নিশ্বাসের সঙ্গী এই ঘরে  
হাত দিয়ে স্পর্শ করি তুম্বারের স্তূপ এক নারী  
অকূল কুস্তল পাশ—মেলে দিয়ে ক্লাস্তির সাগরে  
তুমিও আকাশ বুঝি, অন্ধকার, বর্ষণ-সঞ্চারী ?

মধ্যরাত্রে মাতালের মতো ঘোরে দুরন্ত বাতাস  
শ্বলিত গানের মতো ঠিকরে ওঠে রক্তপাখির ডাক  
শিয়রের পাশে যেন জেগে বসে আছে সর্বনাশ  
অনুগত মার্জারের মতো নীল চোখ স্তব্ধ-বাক ।

তোমার শরীরে ঘুম তুষারের স্তূপের মতন  
গলে যাওয়া মূর্তিমতী জীবনের শান্তির নির্ঝরে  
বুক থেকে একটি শুভ সূর্যমুখী করো সমর্পণ  
আমাকে বাঁচাও তুমি হত্যাকারী অন্ধকার ঘরে ।

সমস্ত আকাশ থেকে রাত্রি আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে ।

## চতুরের ভূমিকা

কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী  
যদিও নামের মধ্যে রেখেছেন আসল উপমা  
ক্ষণিক প্রশ্রয়-তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ কবি  
রবীন্দ্রনাথেরও আপনি চপলতা করেছেন ক্ষমা ।

যদিও প্রত্যহ আসে অগণিত সূঠাম যুবক  
নানা উপহার আনে সময়-সাগর থেকে তুলে  
আমি তো আনি নি কিছু চম্পা কিংবা কুচি কুরুবক  
সাজাতে চেয়েছি শুধু স্পর্শহীন উপমার ফুলে ।

আকাশে অনেক সঙ্কল্প, তবু স্থির আকাশের নীল  
সামান্য এ সত্যটুকু শোনাতে চেয়েছি আপনাকে  
শব্দ আর অলঙ্কারে ঝুঁজে ঝুঁজে জীবনের মিল  
দেখেছি সমস্ত সাধ অন্য এক বৃকে সুপ্ত থাকে ।  
আশা করি এতক্ষণে ঐকেছি আমার পটভূমি ।  
যদি অনুমতি হয় আজ থেকে শুরু হোক, তুমি ।



## সপ্তপদী এবং আরো এক লাইন

এত ছোট হাতে কি করে ধরেছ বিশ্ব  
কি করে নিজেকে সাজালে আকাশী নীলে ?  
অথচ আমি যে কত দীন কত নিঃস্ব  
শুধু লুকোচুরি খেলেছি কথার মিলে ।

তোমার স্বপ্ন, সুখের অমরাবতী  
আমর হৃদয়ে অতল অঙ্ক পাতাল,  
তবুও দুজনে মিল হলো সম্প্রতি—

ফর্সা দেয়ালে শিকারী-কীটের জাল ।

## মঞ্চ

নিত্যকার বাঁধা মঞ্চে ঘুরছে ফিরছে অসংবদ্ধ যুবা  
তীক্ষ্ণ দীপ্ত তরবারি কোষে বুলবে কখনো খুলবে না  
সর্বাস্থে পরের সাজ, শিরস্ত্রাণ ঝলসায়, নতুবা  
সামান্যই টুকরো প্রাণী মঞ্চের বাইরে খুব চেনা ।

রানী নামে ডাকছে যাকে, সত্যকার রানী নয় জানে  
সে জানাও অর্ধসত্য, চোখের পাতার ঠিক নিচে  
দুলছে তীব্র নীলচে আলো, দু' একটি নারীই শুধু সঙ্গে করে আনে  
জন্মে জন্মে সে রহস্য, হেসে উঠছে যেন সব মিছে—  
এই আলো, এই মঞ্চ, শুধু তার হাতের আঙুলে  
ধরেছে হীরের ছুরি যুবকের বুকের সামনে তুলে ।

সাজঘরে সাজ খুলছে, যুবকটি দেখছে লোভী চোখে  
কতটুকু দেখতে পাবে, সামান্য যা ঝলসাবে আলোকে ।  
মুঘল রানীর বেশ খসে পড়লো, বাঁ দিকের স্তনে কালো দাগ  
বুকেরই কীর্তি চিহ্ন—এ ছাড়াও বহু রাত্রি, বহু অনুরাগ

চিবুকে কাজল তিলে, জজ্জায় মসৃণ কটিদেশে  
নির্লিপ্ত নদীর মতো ছেয়ে আছে নিষ্ঠুর আগ্নেয়ে ।

যুবক বুজলো চক্ষু, চামেলি, একবার তুমি আমার হৃদয়  
শতধা বিচ্ছিন্ন করো, ক্লান্তি লাগে, নির্জনতা ভয়  
যেন রঞ্জে মিশছে এসে, আমাকে একটু রাখো উষ্ণতার কাছে,  
এ যেন চামেলি নয়, চোখ খুললো, নিবিড় হিজল বনে রাত্রি থমকে আছে ।

কে আলো নেভালো ? চিৎকার । কেউ নয় যুবকের ভ্রম  
সবুজ আলোর রশ্মি কি আশ্চর্য মসৃণ নরম  
রেশমের মতো সেই নগ্ন রমণীর দেহ ঘিরে  
ছড়িয়েছে ছোট ঘরে, যুবকের দিকে পিঠ ফিরে  
চামেলি পোশাক পরলো, চলো যাই, ঢের রাত্রি হলো  
নীলকণ্ঠ, শুনতে পাচ্ছে, এবার তোমার সাজ খোলো ।

সাজ খুলবো ? হাহাকার । কিছুই দেখি না অন্ধকারে  
একবার হাত ধরো, চামেলি, মিনতি করি, বলো,  
তোমার শরীর দেখলে কেন মনে হয় বারেবারে  
তোমাকে ঘিরেছে যেন আঁখার সমুদ্র এক, অজস্র উত্তাল টলোমলো  
আমার মৃত্যুর মতো । অথচ আমিই যদি সম্রাটের এই সাজ খুলি  
নীলকণ্ঠ মজুমদার বের হবে—সকলেই দেখাবে অঙ্গুলি,  
ঐ সেই লোকটা যাচ্ছে—নাট্যকার, নারী কিংবা মদ  
বাঁচিয়ে রেখেছে যাকে, ভোগ করছে পরের সম্পদ ।

নকল সাজেই বুঝি বাঁচতে হবে, অন্ধকারে এ অরগাহনে  
জীবন বিস্মাদ লাগে, সমুদ্রের চেয়ে আরো লোনা ।  
তুমি রোজ সাজ খোলো, আমি দেখি, ভাবি মনে মনে  
কালকের নাটকে হয়তো মৃত্যুদৃশ্যে আমি আর বেঁচেই উঠবো না ।

## বুকে যে ঝগার উৎস

বুকে যে ঝগার উৎস সে কোন গভীরে  
হারায়, অথবা কোন ভ্রান্ত মরুপথে  
বৃষ্টির ফোঁটার মতো শূন্য ঘুরে ফিরে  
ফিরে যায় সায়াহ্নের জয়দ্রুপ রথে ।

আমিও দেখিনি তাকে, নিজেরই মুকুর  
মনে হয় ভেঙে ভেঙে ছড়িয়েছি ভুলে  
কখনো নিভৃত্তে শুনি যে নির্ঝর সুর  
চিরকাল অদেখা সে সিংহদ্বার খুলে

হৃদয়ের অঙ্ককার সাতমহলায়  
অনেক ঘুরেছি আমি জোনাকির মতো,  
দেখেছি স্বপ্নের নামে স্মৃতিতে হারায়  
যা কিছু কৃপণ চোখে ঝুঁজি ক্রমাগত ।

## তুমি

আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে  
তোমার দু' চোখে তবু ভীকৃতার হিম !  
রাত্রিময় আকাশের মিলনান্ত নীলে  
ছোট এই পৃথিবীকে করেছো অসীম ।

বেদনা মাধুর্যে গড়া তোমার শরীর  
অনুভবে মনে হয় এখনও চিনি না  
তুমিই প্রতীক বুঝি এই পৃথিবীর  
আবার কখনও ভাবি অপার্থিব্য কিনা ।

সারাদিন পৃথিবীকে সূর্যের মতন  
দুপুর-দক্ষ পায়ে করি পরিক্রমা,  
তারপর সায়াক্ষের মতো বিস্মরণ—  
জীবনকে, স্থির জানি, তুমি দেবে ক্ষমা ।

তোমার শরীরে তুমি গেঁথে রাখো গান  
রাত্রিকে করেছে তাই ঝংকার মুখর  
তোমার সান্নিধ্যের অপরূপ ঘ্রাণ  
অজান্তে জীবনে রাখে জয়ের স্বাক্ষর ।

যা কিছু বলেছি আমি মধুর অক্ষুটে  
অস্থির অবগাহনে তোমারি আলোকে  
দিয়েছো উত্তর তার নব-পত্রপুটে  
বুদ্ধের মূর্তির মতো শাস্ত দুই চোখে ।

## বিচ্ছেদ

তোমাকে দিয়েছি চিরজীবনের বর্ষা ঋতু  
এখন আমার বর্ষাতে আর নেই অধিকার  
তবুও হৃদয় জলদমস্ত্রে কাঁপে যেহেতু  
চোখ ঢেকে তাই মনে করি শুধু ক্ষণিক বিকার ।

আকাজকা ছিল তোমাকে সাজাবে বৃষ্টিকণা  
মনে হবে তুমি আকাশের মতো দূর বহুদূর  
তখন জানিনি বর্ষণে আছে কি যন্ত্রণা  
বিচ্ছেদ আর লাগে না আমার তেমন মধুর ।

তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণের বর্ষা ঋতু  
এখন আমার বুক জুড়ে শুধু রৌদ্র দহন  
কখনো কি আর সাগরে মরতে বাঁধবে সেতু  
মেঘ-যবনিকা ছিড়ে ফেলে তুমি ছুঁয়ে যাবে মন ?

## অবিশ্বাস

যদিও জীবনে অনেক মাধুরী করেছি হরণ  
কৃপণ আঙুলে ঝুঁজেছি বাঁচার অনেক অর্থ  
বারে বারে তবু অবুঝের মতো বলে ওঠে মন  
ব্যর্থ, ব্যর্থ ।

কঠিন সময় তুচ্ছ করেছি হারিয়ে ছড়িয়ে  
অহঙ্কারকে অবহেলা ভরে করেছি চূর্ণ  
অঙ্ক বাসনা, ভয় ফিরিয়েছি দুই হাত দিয়ে  
খুশির খেয়ালে স্মৃতির মৌন করেছি পূর্ণ ।

হরিণের ভীকু চোখের মতন স্নিগ্ধ সকাল  
কখনো আমার হৃদয়ে আঁকেনি কোনো প্রতিভাস  
কখনো দেখেনি ঘুচিয়ে চোখের আলোর আড়াল  
দুঃখীজয়ীর ললাটের মতো অসীম আকাশ ।

কত শতবার স্মরণ করেছে এই যৌবন  
ভেদাভেদ নেই জ্বলের রেখায় নারীর চিহ্নে  
তবু কেন আজ অবুঝের মতো বলে ওঠে মন  
মিথ্যে, মিথ্যে ?

## কঠিন মিল

ধু ধু করা এক মাঠের মধ্যে একলা গাছের মতো  
ধুলোর ঝাপট রোদের ভুকুটি স'য়ে স'য়ে অবিরত  
বৃষ্টি বাদল ঝড়ে  
শিকড়ে শিকড়ে বাঁচার সাহস  
শাখার শাখায় দুঃখ অবশ  
বাঁচতে চায় সে একলা বাঁচার প্রেম নিয়ে অন্তরে ।

এ কেমন সাধ ! আলোর বৃন্তে বিলাসী পোকার মতো  
তাকে চেয়ে আমি সারাটা জীবন ঘুরেছি যে ক্রমাগত  
শোনো তবে আমি বলি :

আমিই রোদ ও ধুলোর সমাজে

এসেছি বজ্র বৃষ্টির সাজে

আমিই ঢেকেছি তোমার আকাশ, তারাদের দীপাবলী

এমন কি আমি তোমারই দু'চোখে প্রতিরোধ হয়ে জ্বলি ।

ঘর

পাহাড় সমুদ্র আর অরণ্যের স্তব লিখে লিখে

ক্লাস্ত এক কবি আজ ঘুমিয়েছে একলা ছোট ঘরে,

যখন সে জেগেছিল, ছোট ছোট ঘর ভর্তি এই পৃথিবীকে

উদার প্রশস্ত চোখে চেয়েছিল বাসনার স্তরে ।

কৈশোরে অন্মন এক শ্বেতপদ্ম ছিল তার বুকে

প্রসন্ন রৌদ্রের আলো টলোমলো স্বচ্ছ সরোবর

এবং উদাস, নীল, আকাশের পরিপূর্ণ সুখে

মুক্ততার নানাবর্ণ চিত্রশিল্পে ভরেছে অন্তর ।

জীবন বিশাল করো, হে আকাশ, পথে পথে ঘুরে

এখন সে বলে উঠলো, সত্যকার জীবনের মুখোমুখি এসে

লক্ষ বাহু তুলে ধরো, হে অরণ্য, অসহিষ্ণু যৌবনের সুরে

কোথায় এসেছি আমি—অসহ্য এ স্পন্দহীন দেশে ।

দিবাস্বপ্নে সব ছিল, সমুদ্র আকাশ মাঠ বন

তবু তার দিন ভরলো সঙ্কীর্ণের নানান আঘাতে ।

কাচের জানালার পাশে পাখির মতন তার মন

শ্বেতপদ্ম ঝুঁজতে এল কোন এক যুবতীর হাতে ।

এখন নিতান্ত ক্লান্ত যুবকটি দুমিয়েছে একা ;  
স্বপ্ন নেই আকাশের, ভূপ্তি নেই পাহাড়ে সাগরে ।  
পরাজিত মহেশ্বের সঙ্গে হবে অন্য চোখে দেখা ;  
দ্বিতীয় পৃথিবী এক প্রতীক্ষায় বসে আছে তারই ছোট ঘরে ।

## সাপ

কুসুমে ছিল সবুজ সাপ সে এক সন্ধ্যাবেলা  
তখন আমায় ছুঁয়েছে লোভ—অসীম দুর্জয়  
চক্ষু দুটি অচেনা তারা, হৃদয়ে বিবজ্জ্বলা,  
হাওয়ার তোড়ে দুললো সাপ পরম নির্ভয়  
মৃত্যু হলো স্বয়ম্বরা, আমি পেলাম মালা

রাত্রি নামে ঈগল এক, ইচ্ছা পারাবত  
যে হাতে ছিল ফুলের সাধ—এখন তাই ভয়  
লুকোয় সেই বাসনা-পাখি ; সারা আকাশপথ  
ডানায় ঢাকে রাত্রি তার দু' চোখে সংশয়  
আমি তখন বিষের ঘোরে ঝুঁজি ভবিষ্যৎ ।

কত রঙের কত কুসুম হাতের কাছে জমা  
মুখ ধুবড়ে মাটিতে পড়ি, পায়ের কাছে শীত  
আহা কি রূপ সাপের চোখে জানিনি প্রিয়তমা  
এতকাল যে বেঁচে ছিলাম, এখন সন্নিহ  
হারায় তাই—তোমাকে দিই চিরকালের ক্ষমা ।

## একা

একা গৃহকোণে আছি, তোমরাও এসো কয়েকজন  
অন্ধকার চিন্তাকুণ্ডে পা ছড়িয়ে বসো হে আরামে  
কয়েকটি উজ্জ্বল স্মৃতি সময়কে করি সমর্পণ  
অনন্তের হাত থেকে কিছুক্ষণ অনিত্যের নামে ।

কাল রাত্রে ঘুম হয়নি, একা এক দ্বিতীয় জগতে  
 বৃষ্টিহীন, নিষ্পাদপ, আদিগন্ত রুদ্ধ তপ্ত বালি  
 পায়ে ঠেলে ঠেলে হেঁটে নিজের বানানো সরু পথে  
 ভেবেছি নিজেরই ছায়া সত্যি নয় নিষ্ঠুর হৈয়ালি ;  
 জীবন বা মৃত্যুও নয়, সে এক অদ্ভুতভাবে বাঁচা  
 চোখে জ্বলছে তীক্ষ্ণ রোদ, মগজে রাত্রির কারুকাজ  
 বাঁচার একটাই চিন্তা তবু তর নানান আগাছা  
 জড়ায় প্রাণের কেন্দ্র সঙ্গী সাথী আত্মীয় সমাজ ।

স্বস্তিহীন এই রাত্রি,—তোমরাও এসো কয়েকজন  
 (তোমাদেরও ভিন্ন ভিন্ন দ্বিতীয় জগৎ ঘিরে সূর্যের মণ্ডলী)  
 এখানে চিন্তার কুণ্ডে—ভুলে যাই অসহ নির্জন  
 কিছুক্ষণ পা ছড়িয়ে এসো হে স্মৃতির কথা বলি ।

## উপলব্ধি

খুচরো পয়সা গুনে নিয়ে পৈয়াজ রসুন  
 বেচে উঠলো এনামালি, গত হাটে আর বুধবারে  
 দু' টাকার 'মার গেছে, আজ শোধ নেবে চতুর্গুণ  
 গঞ্জের বাজারে তারা সুর্মা চোখে আছে সারে সারে ।

লঠন নেভাও বিবি, বন্ধ রাখো সোহাগের বুলি  
 না হয় বেশীই পাবে, আরো এক চকচকে আধুলি  
 ভোর রাত্রে ধরা চাই সতীশের ঘরে ফেরা নাও  
 থাক আজ কালীমার্ক, এক ফুয়ে লঠন নেভাও ।

আধুলির চেয়ে আরো চকচকে তীব্র জ্যোৎস্নার  
 আলো এসে ঘরে পড়লো, হঠাৎ দেখলো এনামালি  
 অজস্র দোকানপাট বসে গেছে যেন সারে সার  
 লোকজন ভরা হাট শুধু তার স্থানটুকু খালি ।



বিবির শরীরে দেখলো ভয়ঙ্করী পদ্মা যেন দিগন্ত উধাও  
মনে হলো এতক্ষণে ছেড়ে গেছে সতীশের ঘরে ফেরা নাও ।

## দুই হৃদয়

আমার জনৈক বন্ধু, কাল রাত্রে কি দঃখে কি জানি  
বিষ খেয়ে শুয়েছিল ; টেলিফোনে সে খবর শুনে  
দেখতে গেলাম তার শেষ স্মৃতিচিত্র মুখখানি  
মনে হল, নিজেকে সে সঁপেছিল বাঁচার আশুমে ।

দু' চোখে কিসের ক্ষুধা, যেন এক বিষগ্ন নাবিক  
সুদূর সমুদ্রপথে সামান্য তৃণের মতো একা  
প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে, অন্ধ চোখে ভুল করে দিক  
চলেছে আর এক রাজ্যে, যে রাজত্ব এখনো অদেখা ।

ফিরে আসি নত মুখে, আমার নিভৃত ছোট ঘরে—  
কি এক অদৃশ্য ভয়ে বারৈবারে কঁপে ওঠে বুক  
নিজেকে সাধুনা দিই, নির্জন হাওয়ার মতো স্বরে :  
আমি তো প্রতিষ্ঠ আছি, স্থির, দূরলক্ষ্যে উন্মুখ ।

কৃপণের মতো আমি ধরে আছি এই পৃথিবীকে  
মুহূর্তের নানারূপ সৃষ্টি করি নিপুণ স্থপতি ।  
আমি তো এখনো ভাবি এ জীবন উদ্ভাসিত হবে দিকে দিকে  
সমুদ্র আকাশ হবে, তৃণ হবে মহাবনস্পতি ।

## একটি অনুভব

পায়ের কাছে এই বিশাল বাধাহীন সমুদ্র  
মাথারও অধিতটে আকাশ নীলে নীল সমুদ্র  
একদা কার বুক আমার মনে হত সমুদ্র ?

এখানে এ সাগর চোখের পরপারে অন্তহীন  
একদা কার প্রেম আমার চোখে ছিল অন্তহীন  
দু'বাছ বন্ধনে পেয়েও মনে হত অন্তহীন ?

## পিপাসার ঋতু

আগুনের জিহ্বা এসে স্পর্শ করে যায়  
উনিশের কুমারীকে ; তার চোখ ক্ষণকাল বিদ্ধ হয়ে থাকে যন্ত্রণায়  
তারপর জ্বলে ওঠে আকস্মিক আলোয়ার মতো  
এক টুকরো অঙ্ককার পাখি হয়ে তার পাশে ঘোরে ক্রমাগত ।

পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলো রোদ্দুরের চেয়ে আরো তীক্ষ্ণ মনে হয়  
স্মৃতির অসহ দুঃখ জ্বলে দেয় প্রথম সংশয় ।  
একটি আলোর বিন্দু ঘুরে ফেরে ধমনীর রক্তের ভেতরে  
শৈশবের ভুলে যাওয়া পদ্মা আরও কীর্তিনাশ করে ।  
শরীরে মৃত্যুর স্বাদ—বুক জুড়ে উন্মাদ তুফান  
আগুনের জিহ্বা এসে স্পর্শ করে, ভয়ে কাঁপে প্রাণ  
এক টুকরো অঙ্ককার পাখি হয়ে ঘোরে চারপাশে  
আলোয়ার মতো চোখ জ্বলে উঠে মেলায় আকাশে ।

মেয়েটি কান্নায় ভরে অঙ্ককার মাঠে ভেঙে পড়ে  
প্রার্থনায় দীর্ঘ হয়, অশ্রুট হাওয়ার মতো স্বরে :  
হে দেব, তৃষ্ণার শাস্তি, মুক্তি দাও এই তৃষ্ণা যুপকার্ঠ থেকে  
বিশাল বাতাসে ছাওয়া মাঠে আমি তুণে মুখ ঢেকে  
উজ্জ্বল মূলের মতো মাটি থেকে চাই শান্তিরস.  
হে দেব, তোমার দানে পূর্ণ করো যৌবনের তৃষ্ণার কলস ।

তখন কবির কণ্ঠ প্রচ্ছন্ন আধার থেকে উচ্চারিত হয়,  
হে কুমারী, শান্ত হও, অশ্রুজলে লিখে রাখো অনেক বিস্ময় ।  
তোমার পিপাসা ঋতু জ্বলে জ্বলে দীর্ঘতর হোক  
তোমার প্রাণের নাম দাহময় গ্রীষ্মের চাতক ।

পৃথিবীর মতো তুমি স্থির হয়ে থাকো প্রতীক্ষায়  
প্রথম প্রেমের স্পর্শ নেমে আসবে আষাঢ়ের প্রথম বর্ষায় ।

## ব্যর্থ

তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি  
শুধু পাই যন্ত্রণা  
তোমার শরীরে বর্ণবাহার  
অথচ আমি যে পাইনে একটু কণা ;  
নীল যৌবন আকাশে হারাবে, তাই বুঝি এই  
চুপি চুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা ।

অন্ধকারের পাখার ঝাপটে এই যৌবন  
বর্তমানেই সঁপে দেবে মন ?  
দুঃখ বাজবে, পরাভূত হবে  
জানবে না তার দৃষ্টি অতীত কি যে গৌরবে  
মুক্তি মূল্যে মগ্ন সুদূর প্রতীক্ষা পণ ।

জানে না পৃথিবী এ ষড়যন্ত্রে তুমি  
মৃত্যু না-হোক, দেবেই আশ্রয়দান  
ব্যথার শিহরে সারা অরণ্যভূমি  
উন্মাদ হয়ে গাইবে ঝড়ের গান ।

তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি  
শুধু পাই যন্ত্রণা  
তুমি রয়ে গেলে রূপের আড়ালে  
হৃদয়ে পেলো না একটু আলোর কণা ।  
নীল যৌবন আকাশে হারালো, তাই বুঝি এই  
চুপি চুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা ।

## নক্ষত্র

হে আকাশ তুমি আজ বলো  
আমার শৈশবে ছিল কোন দূর নক্ষত্রের আলো ।  
যে আলো মৃত্যুর মতো সব দিকচিহ্ন মুছে ফেলে  
আমাকে কালের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে অবহেলে ।

তুমি কত ডাক দাও, আমি অন্ধ নির্বোধের মতো  
সেই ডাক ভুলে গিয়ে নিজেকেই ঝুঁজি ক্রমাগত ।  
কালের উজ্জনগঙ্গা সমুদ্রের মৌনে এসে মেশে  
সোনার শৈশব ছেড়ে যৌবনের অগ্নিময় দেশে ।

হে আকাশ, আজ তুমি বলো  
আমার শৈশবে ছিল কোন দূর নক্ষত্রের আলো ।  
আবার যেন সে আসে মৃত্যুর মতন যেন আবার নিভতে  
বসন্ত-উল্লাস থেকে আমাকে সে নিয়ে যায় হিমগর্ভ শীতে

## ঝড়

কোথায় নামলো ঝড়—এখানে আকাশে  
মেঘ-ছোঁয়া পাখি এক ভয় পেয়ে নীড়ে ফিরে আসে ।

অথচ এখানে মেঘ কুমারীর মুখের মতন  
অস্ফুট লাবণ্যময়, শান্ত নীল রৌদ্রে ভেজা বন,  
ঝড়ের আভাস নেই, তবু সেই মেঘ-ছোঁয়া পাখি  
ডানায় বিদ্যুৎ এনে ফিরে এসে কুলায় একাকী  
প্রতীক্ষার তীক্ষ্ণ চোখে চায় যেন হোক এবার শুরু  
বুকে তার গুরুগুরু, ঠিক সেই ঝড়েরই ডমক ।

কোথায় নামলো ঝড়, অথচ এখানে  
গতির উন্মাদ ঢেউ অকস্মাৎ ছোঁয়া লাগে প্রাণে ।

অমি তো এখানে আছি, প্রত্যহের নিষ্ঠুর নিয়মে—  
সব কিছু শেষ করে ফিরে আসি আবার প্রথমে,  
অতীত স্মরণ করি, ভবিষ্যের ভয়ে চোখ বুজে  
মুহুর্তের যত ঋণ যাত্রাপথে যাই ঝুঞ্জে ঝুঞ্জে ।

তবুও কখনো কোন দূরাগত ঝড়ের আহ্বান  
মৃত্তিকা-শৃঙ্খল ছিড়ে কাঁপায় পাখির মতো প্রাণ ।

যদি কোনোদিন

যদি কোনোদিন একা তুমি যাও কাজলা দিঘিতে  
যখন বিকেল আসন্ন শীতে মধুর-বেগ,  
দেখবে কত না রহস্য আছে এই পৃথিবীতে  
কত স্বপ্নের অচেনা আকাশ ছায়াময় মেঘ ।

দেখবে সেখানে বনের বর্ণ মহা সমারোহে  
শব্দে মিশেছে । নদীর জোয়ার বাতাসের গানে  
বিকেলের ঘ্রাণ ঘুমের মতন অপরূপ মোহে  
ছড়াবে তোমার চোখের মৌনে—অশ্রুট প্রাণে ।

তুমি ভুলে যাবে আপন স্বরূপ, ভাববে আকুল  
এ শরীর, মন, আভাস-উদাস-দু'চোখ এ কার ?  
এ কার আকাশ, পাখি, মেঘ, বন, নতুন মুকুল  
এতদিন পরে তোমার হৃদয়ে কোন্ ঝংকার ।

যদি কোনোদিন একা তুমি যাও কাজলা দিঘিতে  
স্নেহে আবার বাঁচতে চাইবে এই পৃথিবীতে ।

## রাত্রি

একটি পাগল অঙ্ককারকে বলে  
আমাকে ভোলাও তোমার মোহিনী ছিলে ।  
এই বলে শেষে নিজেই সে গেল মিশে  
অঙ্ককারের আকর্ষণ ভরা বিধে ।

সহসা আকাশ মেঘেতে ঢাকলো মুখ  
বৃষ্টি ধারায় অঝোরে ঝরালো কৈদে  
আহত বাতাস উদাস করলো বুক  
ঝড়কে রাখলো বনের শিখরে বেঁধে ।

স্তব্ধ আঁধারে কিছুই যায় না দেখা  
হে আকাশ তবু উষার হৃদয় জ্বালো  
কোথায় গেল সে দৃষ্টি-পাগল একা  
খুঁজতে সে কোন আঁধার পারের আলো ।

## সময়

বিষণ্ণ সন্ধ্যার জাল তোলে এক নীরব শিকারী  
চেয়ে দেখে সব পাখি হয়েছে উধাও  
দু' একটি বৃন্তঝরা আলোর পালক থাকে, তাও  
হাত পেতে চেয়ে নেয় রাত্রির ভিখারী ।

শূন্য মনে ফিরে যায় । ব্যর্থতার, দু' চোখের কালো  
বন্যার শব্দের মতো দিগন্তে ছড়ায়  
নিঃসঙ্গ অরণ্য থাকে যন্ত্রণায় স্তব্ধ প্রতীক্ষায়  
কখন হৃদয়ে বেঁধে বর্ণচোরা আলো ।

শুকনো পাতায় ভাঙে ঘুমহীন পাণ্ডু নীরবতা  
জোনাকিরা মগ্ন হতে চায় ভিজে ঘাসে  
মৃগ শিশু বৃকে নিয়ে জেগে থাকে রাত্রির দেবতা  
ধূসর রূপণ জ্যোৎস্না মেলায় আকাশে ।

নিশ্চিত ভোরের সূর্য অকরণ, ক্লাস্তিহীন মুখে  
হুড়ায় জটিল জাল জীবনের মতো  
অনেক বাতাস কাঁপে ঘুমভাঙা শূন্যতার বৃকে  
আবার সকাল, দিন, সব ক্রমাগত ।

আবার সন্ধ্যার জাল তোলে এক নীরব শিকারী  
জানা আছে সব পাখি হবেই উধাও ।  
যা কিছু আলোক থাকে ক্লাস্তি দিয়ে তাও  
হারায়, জানে না ক্রমে নিজেও সে হয়েছে ভিখারী ।

### শেষ প্রণয়

এ কোন নতুন আলো পুঞ্জ পুঞ্জ ছড়ানো আকাশে ?  
কুয়াশার গন্ধলীন সবুজ প্রতুষ ঘাসে ঘাসে  
পদ্ম পদতল ছুঁয়ে একটি রমণী এসে থমকে দাঁড়ালো  
সমস্ত আকাশ জুড়ে অফুরান প্রতীক্ষার আলো ।

—ফিরে যাও হে রমণী, আপন আঁচলে ঢেকে মুখ ।  
সামান্যের বাসনায় তাকে পেতে হয়ো না উন্মুখ ।  
সে থাক আপন দুর্গে অন্ধকারে স্বেচ্ছা নিবাসিত  
তোমার আশ্বাসে যেন হরিণের মতন চকিত ।

—ফিরে যাও হে রমণী, ফিরে যাও বিচ্ছেদগৌরবে  
দুর্লভ জয়ের গর্বে একদা সে প্রজ্বলিত হবে  
পুরুষের দুই হাতে দিন রাত্রি নিয়ে অবহেলে  
অগ্নিদগ্ধ শুভ্র প্রেম সে তার দু'চোখে দেবে জ্বলে ।

রমণী ভোরের মতো, স্থির হয়ে থাকে প্রতীক্ষায়  
চক্ষে ওষ্ঠে স্তনযুগে শরীরের প্রতিটি রেখায়  
আকাজ্জিকার তীব্র আলো—সে আলোয় সে আশুনে এসে  
ব্যর্থ হল সে পুরুষ, নিজেকে জ্বলিয়ে নিঃশেষে ।

## ক্ষণিকা

এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া অহঙ্কারে ব্যাপ্ত করে দিক ;  
ঝরে যাবে, মনে মনে বলি আমি, ঝরে যাবে ঠিক,  
শীতের নির্মম হাত ছিড়ে নেবে স্পর্ধার নিশান ;  
যে আকাশ নীলে নীলে মনে হয় যেন অফুরান  
সেও শূন্য হবে, ক্লান্ত মেঘ এসে মুছে দেবে সীমা,  
কালের কুটিল স্রোতে ভেসে যাবে কালের প্রতিমা ।

তোমাকে লিখেছি চিঠি কালের প্রতিমা নামে ডেকে  
সেই চিঠি ছিড়ে ফেলো, ঘন অন্ধকারে মুখ ঢেকে  
নিজেকে গোপন করো, মিথ্যে হোক পূর্বপরিচয় ;  
ঝরে যাবে মুছে যাবে, এর চেয়ে পরম বিস্ময়—  
যখন একান্তে ডাকি চুপে চুপে তোমাকে, ক্ষণিকা,  
তখনও অম্লান থাকে চিরন্তন বাসনার শিখা !

## আত্মকাহিনী

রোজ সকালেই শুয়ে শুয়ে ভাবি উঠি কিনা উঠি  
সামনে টেবিলে চায়ের পেয়ালা সৈঁকা পাউরুটি ।  
সতেজ কাগজে পরিচিত ঘ্রাণ, চেনা সংবাদ  
বন্যা, মস্ত্রী, শান্তির বাণী, শরিকি বিবাদ ।  
জানালার পাশে এই সংসার দিল তার ডাক  
থাক আলস্য, এবার তা'হলে উঠে পড়া যাক ।

গত রাত্রিকে বিছানায় ফেলে বাইরে এলাম  
চোখে মুখে গায়ে পৃথিবী লিখলো সূর্যের নাম  
সে নাম থাকবে সারাদিন ধরে চিহ্নের মতো  
যেন আমি এই জীবিকার পথে ঘুরি ক্রমাগত ।  
চোখের আড়ালে এসে চলে যায় বর্ষা শরৎ  
যাকে চাই তাকে ভুলে গিয়ে শুধু ঝুঞ্জে ফিরি পথ ।



দিনের যুদ্ধে সমস্ত আশা নিঃশেষ হলে  
রাত্রি তখন প্রেয়সীর মতো আভরণ খোলে ।  
তার রূপ যেন মৃত্যুর মতো ম্লান মনে হয়  
সুপে দিই তাকে নিজের ব্যর্থ ক্লান্ত হৃদয় ।  
শুধু মনে মনে প্রার্থনা করি অক্ষুট স্বরে  
নতুন দৃশ্য ঘুম ভেঙে যেন দেখি কাল ভোরে ।

### সমুদ্র এবং মধ্যবয়স

সমুদ্রে সে ডুবেছিল, সমস্ত যৌবন-কাল, রত্নের সন্ধানে—  
কল্প নয়, পেয়েছে সে বুক ভরে নীল অঙ্ককার  
খরং সমুদ্র-স্বাদ কয়েকটি শিশির-বিন্দু ছিল তার প্রাণে  
দু' চোখে নীলের নেশা, যৌবনের দৃপ্ত অহঙ্কার ।

কিছু সময় ছিল বাউলের মতো তৃপ্তিহীন  
পার্থিব আলোয় খুঁজে জীবনের বিস্ময়ের ভাষা  
কামান্য স্বপ্নের মতো, চেয়েছিল, শোধ করে মুহূর্তের ঋণ  
বিশ্বের মতন তীর যুবতীর স্থির ভালবাসা ।

কল্পের একদিন চুলের বাদামী রঙে চুপে চুপে মিশে  
শিকের রূপ ধরে সময় দাঁড়ালো তার কাছে  
ক্লান্ত ক্ষতি হিসেবের দিকে শুধু চেয়ে নির্নিমেষে  
দেখলো সমস্ত ঋণ ভবিষ্যৎ-গর্ভে জমে আছে ।

কিছু আর তেজ নেই, দু' চোখে সমুদ্র আরো গভীর অতল,  
কল্পের নেশায় ডুবে—সে শুধুই পেলো অশ্রুজল ।

## পরমা

বারেবারে চমকে উঠি, সে আসেনি ; গোধূলির আলো  
পশ্চিমে তির্যক হয়ে দেবদারু চূড়ায় দাঁড়ালো ।

মন যদি নিভে যায় তবুও গভীরে  
রত্নের সন্ধানী চোখ বারে বারে আসে ঘুরে ফিরে  
খুঁজে পায় টুকরো, ভাঙা, শৈশব সুদূর ;  
আহত পাখির মতো শূন্য কাঁপে যন্ত্রণার সুর ।

নিজের দু' চোখে যদি মুকুরের রূপ মনে আসে  
তবে কার শান্ত ছবি, কার অতলান্ত প্রেম ভাসে ?

নিশ্বাসে স্মৃতির সঙ্গ চেতনার দিগন্তে ছড়ালো  
বারেবারে চমকে উঠি, কে এসেছে, গোধূলির আলো ।

## সমর্পণ

ফিরে এলাম, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি  
এখানে এই কিশোর তৃণ, ধূলিতে গড়া স্বর্গে—  
সামান্যের মায়ায় আমি নিজেকে দেবো অর্ঘ্য ;  
সেই আমার ভালোবাসার, প্রাণের সংক্রান্তি ।

ঘুমের দেশ ছেড়ে এলাম তোমার মহারাজ্যে  
তোমার চোখ আলোকময়, মুছে দিলাম ক্লান্তি,  
দু'হাতে ছিড়ে মুহূর্তের কত না ফুল সাজ যে  
ফিরে এলাম হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি ।

বাতাসহীন অরণ্যের জীবন নিঃশব্দ  
সাগর-ঢেউ যৌবনের মিথ্যে দুরাকাঙ্ক্ষা—  
তারার মতো চক্ষু জ্বালে বিচ্ছেদের শঙ্কা,  
অকস্মাৎ তোমাকে পাই যেন আকাশলব্ধ ।

তোমার হাতে তুলে দিলাম এতদিনের ক্লান্তি  
এবার পাবো দিনের স্বাদ রাতের হিমস্পর্শ  
আমাকে দাও দুঃখ, দাও দুঃখময় হর্ষ  
তোমাকে জানি, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি ।

কবি

তার কোনো দুঃখ নেই, সে তো সব সুখেরও অতীত  
তার চক্ষে আলো ছলে, সে আলোর বর্ণ নেই কোনো  
তার বুকে এত ঘুম, ছুঁয়ে দেখি, সে তো নয় মৃত  
যন্ত্রণার আভা দিয়ে তার মুখ আগুনে সাজানো ।

তার কোনো দুঃখ নেই, সুখ নেই, শুধু এ জীবনে  
দুরাশ্রয় তপস্যায় গুঁথে যায় মুহূর্তের মালা  
দিনের উজ্জ্বল ফুল, অস্তরের অস্তহীন বনে  
রেখে যায় গন্ধে স্পর্শে অসহিষ্ণু যৌবনের ছালা ।

তিনজন তরুণ কবি—একটি গ্রোটস্‌ক্

কিছু পথ হেঁটে তারা তিনজনে সন্ধ্যার আঁধারে  
মাছের চোখের মতো ম্লান রেস্তোরাঁয় বসলো এসে  
চোখে চোখে অনির্দিষ্ট চিন্তা এসে ঘুরলো বারেবারে  
যেন তারা কথা বলবে হাওয়ার নির্দেশে ।

একজন ঈষৎ স্থূল, রুক্ষ চুল, দীর্ঘাকার গ্রীবা  
অন্য দুটি শীর্ণকায়, দীপ্ত-চক্ষু, উত্তর-ঈশি  
করা সব এ যুগের ছলস্থূল দানবী প্রতিভা  
আপন রক্তের সঙ্গে মিশিয়েছে সময়ের বিষ ।

তিনটে কুটিল পোকা মগজের মধ্যে ঘুরে ফিরে  
শব্দক খাচ্ছে, আর এক নামহীন ভয়ঙ্করী নদী

পাড় ভাঙছে অবিরাম—টানতে চাইছে অতল গভীরে,  
তিনজন দাঁড়িয়ে আছে তার তীরে জন্ম থেকে যৌবন অবধি—

কিংবা তিনজনই হয়তো তিনটি নদী দেখছে মনে মনে  
চোখের পাতার নিচে কয়েকটা পাখি ঘুরছে অজানা উৎসাহে  
একদিন আমাকে টানবে এই নদী—কখন নির্জনে,  
যদিও আপাত চিন্তা কফি কিংবা চায়ে ।

শুনেছ হে এ মাসের—অবিকল পাড় ভাঙা নদীর মতন  
কণ্ঠস্বরে,—শুরু হলো অকস্মাৎ মিষ্টি কটু সাহিত্য-কাহিনী  
প্রচণ্ড প্রহার খেলো টেবিলটা—একসঙ্গে তারা তিনজন  
সপ্ সপ্ চা খেলো, আর একজন তো নিলই না চিনি !

এ হেন সময় এক যুবতীকে বাহুতে জড়িয়ে ভাগ্যবান  
আর একটি যুবক ঢুকলো, হেঁকে উঠলো, এই যে অমুক !  
তুমিও আছো হে দেখছি—তুমিও যে, তিনজনেই বুঝি একপ্রাণ  
আনন্দে কাটাচ্ছ সঙ্কে ! ঘামের ফোঁটার মতো তরলিত সুখ

যুবকের ব্রু থেকে ঝরছে—শব্দ করে গেলো দূরের ক্যাবিনে  
কি কথায় হেসে উঠলো একসঙ্গে—সরু মোটা দুটি কণ্ঠস্বর,  
মনে হল মেঘ ডাকছে অবিশ্রান্ত বাদলের দিনে  
অনেক এগুচ্ছে নদী, টান দিচ্ছে পার্শ্ববর্তী ঘর ।

টেবিলে কনুই রেখে মুখোমুখি বসে রইলো তারা  
শীতের হাওয়ার মতো রঞ্জে যেন অসহ নির্জন ।  
মাঝে মাঝে টুকরো হাসি, শুনতে পাচ্ছে টুকরো কথা, অস্পষ্ট ইশারা  
ঠাণ্ডা পেয়ালার মতো পড়ে রইলো সেই তিনজন ।

সহজ

কেমন সহজ আমি ফোটালাম এক লক্ষ ফুল  
হঠাৎ দিলাম জ্বলে কয়েকটা সূর্য চাঁদ তারা

আবার খেয়াল হলে এক কুয়ে নেভালাম সেই জ্যোৎস্না  
(মনে পড়ে কোন জ্যোৎস্না ?) নেভালাম সেই রোদ (তাও মনে পড়ে ?)

নিন্দুক নানান কথা আমাকে দেখিয়ে বলবে, বিশ্বাস করো না ।  
হয়তো বলবে শিশু কিংবা নিরবোধ  
অথবা ম্যাজিকওয়াল—হেঁড়া ভাঁবু, ফাটা বাজনা, নানান সেলাই  
করা কালো কোর্তা গায়ে লোকটা কি মায়ণ খেলা  
খেলাচ্ছে আহায়ে ঐ মেয়েটির চোখে,  
দর্শক ভুলছে না, হাসছে, আহা শুধু অবুঝ মেয়েটা  
মায়ার অলুখে ভুগছে ;—বিশ্বাস করো না ।

দেখ রে নিন্দুক দেখ, বাম হাতে কনিষ্ঠ আঙুলে  
ত্রিভুজগৎ ধরে আছি কেমন সহজে,  
আমাকে অবাক চোখে দেখছে চেয়ে অঙ্ককার, সমুদ্র, পাহাড়  
শুধু কি তোরাই ভুললি বিশ্বয়ের ভাষা ।  
আমার বাড়িতে আসবি, দেখবি সে কি আজব বাড়ি ?  
মাথার উপরে ছাদ—চেয়ে দেখ, চারদিকে দেয়াল রাখিনি,  
(তোরাই দেয়াল ঘেরা, বুকে স্বপ্ন, স্নেহ নিয়ে চিরকাল থাকবি সাবধানে  
আঙুলে বয়স শুনে—শখ করে সে দেয়ালে নানা ছবি ঐকে !)  
আমার বাড়িতে দেখ অনুগত ভূত্যের মতন  
নানান জাতের হাওয়া ঘুরছে ফিরছে, ঝুল ঝাড়ছে হাতের কার্নিসে  
নানান রঙের টান দিয়ে দেখছে, ব্যস্ত দিন রাত ।  
আমি বসে ছবি আঁকছি দেয়ালবিহীন ঘরে মেয়েটির চোখে  
বাহিরের ছবির চেয়ে চোখের মণিতে ছবি কেমন সহজ !

তোরাই নিরবোধ শিশু, ফিরে যা নিন্দুক,—  
আমাকে ম্যাজিকওয়াল বললে তুমি বিশ্বাস করো না ।

চতুর্দশপদী

নিশ্চিত সর্বনাশে চিরকাল যুবকের নেশা  
এই সত্য জেনে তুমি সুকুমার মৃণাল-শরীরে

ফোঁটালে বিবাস্ত পদ্ম ছদ্মবেশী মাধুর্যেতে মেশা  
 অনায়াসলভ্যমণি রেখে দিলে দুর্গ দিয়ে ঘিরে ।  
 হিংস্র অঙ্ককারে ভরা অরণ্যের মতো চুল খুলে  
 পৌরাণিক রূপসীর মতো তুমি মায়াবী-আলোকে  
 এ জন্মের স্বচ্ছ জ্ঞান লুকালে জঙ্ঘায়, যোনিমূলে  
 ভয়ঙ্কর, মনোলোভা সমুদ্র সাজালে দুই চোখে ।

অনিশ্চিত সর্বনাশে চিরকাল যুবকের নেশা  
 আকর্ষ তৃষ্ণায় ভ'রে, তোমার সে সমুদ্রের বুকে  
 অতল অতলে ডুবে, হারিয়েছে তৃপ্তির অশ্বেষা  
 ছদ্মবেশী বিষপদ্ম দুই হাতে স্পর্শ করে সুখে ।  
 তোমাকে ছাড়িয়ে দূরে, হারিয়েছে আকাঙ্ক্ষা অকূলে  
 জীবনের নীলকান্তমণিটিকে বুক থেকে তুলে ।

## স্বর্ণলতা

আমার উপমা নয়—আমি তাকে চাইনি মেলাতে  
 শীত এসে ছুঁয়ে দিল—দেবদারুণ গায়ে স্বর্ণলতা  
 কুকড়ে গেল নিজে নিজে মুমূর্ষুর চোখে, মধ্যরাতে ;  
 আমার উপমা নয়, শীত তো শোনে না কারো কথা  
 নিশ্বাসে ছড়ায় বিষ, সময়ের মতো ক্রুর হাতে  
 মাটির গর্ভেতে রাখে বীজের নিজস্ব নীরবতা ।  
 আমি তাকে তুলে দিইনি, আমি শুধু চাইনি জড়াতে  
 আবার দেবদারু গাছে ; মাটিতেই ঝরলে স্বর্ণলতা ?

নিজের উপমা নয়, তবে কার স্বরূপে মেলাবো ?  
 প্রেয়সীর নাম বলবো, সে হয়তো ঘুমন্ত এখন  
 একলা ঘরে, বিন্দু বিন্দু ঘামে মুখ ঈষৎ রক্তাভ,  
 স্রস্তু বেশ, নিশ্বাসের সঙ্গে দুলছে দৃঢ় দুটি স্তন ;  
 আমি তো এখনি তাকে, ইচ্ছে হলে দুই হাতে পাবো ।

শীত কি ছুঁয়েছে তাকে, দেবদারুতে দুলছে নির্জন ?

## অন্যপ্রাণ

দিনান্তের ফেরা পথে কোনোদিন দৈবাৎ কখনো  
যদিবা পথের মোড়ে চোখ ফেলে থমকে দাঁড়াই  
অনেক দৃশ্যের ফাঁকে অকস্মাৎ হয়তো বা কোনো  
ভিখারী ছেলের মৃত্যু বুকে বিধে নিজেকে হারাই ।  
ঘন কালো রক্ত মাখা, সাক্ষ্যহীন বিকৃত শরীরে  
চক্ষুকে যন্ত্রণা দেয় পথচারী যায় পিঠ ফিরে ।  
সেখানেও থামবো না অনন্ত কালের বাঁধা ঋণে  
ক্ষণকাল চক্ষু বুজে চলে যাবো পদক্ষেপ গুনে ।

কেননা নিজেকে আমি সঁপেছি কালের অঙ্গীকারে  
দু'হাতে রেখেছি বাঁধা—সাংসারিক বঞ্চনার দায়ে  
নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছি জীবিকার নির্মম শিকারে  
ক্ষণিক বিরুদ্ধ-যুদ্ধে পরাজয়-চিহ্ন সারা গায়ে ।  
তবু কোনো দুঃখ নেই, তুচ্ছ সব আনন্দ বেদনা  
উন্মুখ হৃদয়ে আছি কাকে যেন দিতে অভ্যর্থনা ।  
এক মৃত্যু পার হলে, আরো বহু মৃত্যুর শিয়রে  
বাঁচার আশ্চর্য তৃষ্ণা জেগে উঠবে নিশীথ প্রহরে ।

ভিখারী ছেলের মৃত্যু ক্ষণতরে যদি বেঁধে বুকে  
তাও ফেলে চলে যাবো দ্বিধাহীন বাঁচার সম্মুখে ।

## বৃষ্টির ইতিহাস

আসন্ন আঘাট তাই রৌদ্র-প্রার্থী মন  
মেঘের মলিন চিত্র বিষণ্ণ আকাশে  
ঝড় দিয়ে মুছে বলে, অত্যাগসহন  
যে আমার চোখে আছে, তার অপ্রকাশে  
মিথ্যে এই পৃথিবীর দিন রাত্রি বোনা  
মিথ্যে মৃত্তিকার গর্ভে বীজের বাসনা ।

কে তার দু'চোখে আছে ? আসন্ন আঘাত  
নিরন্তর খোঁজে তাই শূন্য বলে ডেকে  
আমার যা কিছু ছিল সে ভালোবাসার  
মৃত্যু হোক, যে তোমার হৃদয়ের থেকে  
উদ্ভিদ শিশুকে হয়তো ছোঁয়াবে আকাশ—  
আমার বর্ষণ হোক প্রার্থনার মতো  
আমার আভাসে তার উজ্জ্বল প্রকাশ  
দিকে দিকে ব্যাপ্ত হোক, আমি হই মৃত ।

### একজন মানুষের গল্প

নায়ক শহরে কোনো এক মসীপণ্য  
দিনের প্রকৃতি মুঁছে গেছে তার চোখে  
সেই অভিমানে সেও মিলে গেল পথে অগণ্য লোকে  
অকৃপণ হাতে সময় ছড়ালো তার ;

সংসার তাকে করেছে ছিন্ন ভিন্ন  
তীব্র নখরে চিহ্ন ঐক্যে দেহে  
সোনার প্রভাত কোনোদিনও তাকে দেখলো না সন্নেহে  
তাই সে দু'চোখে ছবি আঁকে সন্ধ্যার ।

পাখিও তো নয়, সন্ধ্যায় পাবে মুক্তি  
খড়কুটো আর উষ্ণ বৃকের নীড়ে,  
অরণ্য নয় লুকোবে নিজেকে, চেনা মানুষের ভিড়ে  
তৃণের মতন ভাসে সময়ের স্রোতে !

দিনের আলোকে জমে জীবনের মুক্তি  
ক'জন মানুষ পায় তার সন্ধান ?  
তবু অনেকেই ঝুঁজে ঝুঁজে করে জীবন ছত্রাখান  
কেউ যায় দূরে সাগরে বা পর্বতে ।



আমার নায়ক চায়নি বাঁচার দ্বন্দ্ব  
ছোট সুখ থেকে ঐশ্বর্যের আশা,  
মহাকাব্যের নায়কের মতো কেড়ে নিয়ে ভালোবাসা  
বাঁচতে চায়নি সে কখনও মনে মনে ।

সে শুধু চেয়েছে পরিচিত কোনো ছন্দ  
লিরিকের মতো চেনা শব্দের সুর  
রাত্রে যখন বাড়িতে ফিরবে মনে হবে বহু দূর  
নিজের সঙ্গে দেখা হবে নির্জনে ।

তখন সে পাবে অচেনা দিঘির মৌন  
হৃদয় গভীর অবসরে সমতল  
হয়তো শুনবে নিজের রক্তে রাত্রির চলাচল  
আঁধার সাগরে কখনও ডাকবে বান ।

মেলাবে দুঃখ, মুখ্য কিংবা গৌণ  
শিমূল শাখায় প্রতীক বাসনা ঝড়ে—  
বৃষ্টিতে আর হাওয়ার দাপটে ফুটেবে নানান স্তরে,  
কোনো কুমারীর শরীর করবে পান ।

## পাপ

একটি চাতক তার ধর্ম ভুলে কর্দমাক্ত দীর্ঘিকার জল  
পান করেছিল, তাই আমি তাকে মৃত্যুহীন তৃষ্ণার আঙুলে  
সামান্য শরীর ঘিরে পরিয়েছি অনন্তের কঠিন শৃঙ্খল  
একান্তে রেখেছি তাকে এক রমণীর বুকে, বন্ধ দ্বার খুলে ।

সেই বন্ধ দ্বারে যেন বন্দী আছে নরকের তীব্র অন্ধকার  
তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভরে সেখানেই থাক সেই ধর্মভ্রষ্ট পাখি  
আমার খেয়ার নৌকো ঘুরে ঘুরে আসবে আর যাবে বারংবার  
শস্যহীন প্রান্তরের মতো শুধু রাত্রিদিন সে রবে একাকী ।

সেই রমণীর স্তনে কখনো শিশুর মতো করবো বিষপান  
আশঙ্কায় কেঁপে উঠবে তার দুই জঙ্ঘা আর ক্ষীণ কটিদেশ  
এক হাতে মৃত্যু আর অন্য হাতে জীবনের লুপ্তিত সম্মান  
নিয়ে, তাকে দেবো আমি সুখ দুঃখ বিস্মৃতির নিবিড় আলোষ ।

কান্নায় কান্নায় ভরে কাঁপবে পাখি, বেজে উঠবে কঠিন শৃঙ্খল  
যখন সঙ্ঘ্যার মেঘে বিদ্যুতের শিখা জ্বলবে, বরবে ধারাজল ।

### অনুভব

একসঙ্গে জেগে উঠি দু'জনেই, হে সবিতৃদেব,  
দেখা হয় নিরালায় আমার ছাতের একলা ঘরে  
নানা কথা বলি আমরা, দুঃখ সুখ অজস্র হিসেব,  
আকাশের ঘন-নীল চোখে মুখে গায়ে মাখি দুই হাত ভরে  
ছড়াই, জমিয়ে রাখি, বৃকের মধ্যেও একটু নীল  
সঙ্গোপনে রাখা থাকে—দু'জনের এইটুকু মিল ।

এইবার যেতে হবে দু'জনের, দু'মুখে সংসারে  
কোথায় সায়াহ্ন আছে, তুমি তাকে খুঁজবে ঘুরে ফিরে  
কুন্তলে লুকিয়ে আলো, সে যখন আসবে অন্ধকারে  
তুমি চলে যাবে দূরে ; কোথায় ? হয়তো অন্য নীলের গভীরে ।

আমিও একলা ঘুরি পথে পথে, দিবালোকে দুই চক্ষু বুজে  
বৃকের জমানো নীল কাকে দেবো যেন তাই খুঁজি ।

### চিরহরিৎ বৃক্ষ

শ্মশানে পিতৃপুরুষের কঙ্কাল, তার ফাঁকে ফাঁকে শিরশির  
করে বয়ে যাচ্ছে বাতাস ।  
আমার সাধ ছিল সেই বাতাসের ভাষা শুনি ।

একদিন তাই অঙ্ককার নদীর কিনারায় নিভে আসা  
চিতাকুণ্ডের পাশে শুয়ে ছিলাম আমি, জীবন্ত ।

কোথা থেকে পাখার শনশন শব্দ করে একটা বিশাল  
বাজ পাখি উড়ে এসে বসলো আমার শরীরে ।  
যে মেয়েটিকে কাল আমি স্বামীগৃহে যেতে দিয়ে এসেছি তার  
দৃষ্টির মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে সারারাত সেই ভয়ঙ্কর পাখি  
ছিন্নভিন্ন করে খেলো আমার শরীর, আমার চোখে মুখে বাহুতে  
ক্ষত, আমার রক্তে মিশলো রাত্রির শিশির ।  
আমার প্রাণটাকে বার করে এনে কি ভেবে অবহেলায়  
আবার মৃতদেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল সে ;  
নিজের মৃতদেহে ভর করে আবার আমি জেগে উঠলাম ।

তাই প্রথম সজ্ঞানের জন্ম দিতে পিতৃগৃহে আসা রমণীটি  
আমাকে আর চিনবে না । আমি ঘুরবো ফিরবো গোপন  
করে আমার শরীর থেকে শবের গন্ধ । আর মাঝে মাঝে  
স্বপ্ন দেখবো সেই স্বপ্নানের পাশে এক আশ্চর্য  
চিরহরিৎ বৃক্ষ—তার পাতা ঝরে না, তার মৃত্যু হয় না,  
বাতাসের প্রাণ্ডিহীন শব্দে ডাক দেয়, এসো, এসো, পাখির মতো  
বাসা বাঁধো আমার আশ্রয়ে । সে আমার জন্মের  
আগেও বেঁচে ছিল—আমার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকবে ।

নেশা

স্বপ্ন থেকে মুক্তি নেই—শীতের সাপের মতো ঘুমন্ত হৃদয়  
গভীর গভীরতর অঙ্ককারে, পৃথিবীর একনিষ্ঠ আদিম নেশায়  
মগ্ন হয়, ব্যাপ্ত হয় ; স্বপ্নের কুহকে বন্দী কঠিন সময়  
আপন পূর্ণতা খোঁজে—লোভী, নীচ, বাসনার ব্যর্থ অশ্বেষায় ।

যে শাস্ত্র নদীর কূলে একদা জন্মেছি আমি আনন্দের ঘরে  
সেই নদী বন্যা-বেগে আমাকে ভাসাতে চায় দূরের সাগরে ।  
যে পারিপার্শ্বিকে আমি অবিচ্ছেদ্য সূর্য আর পৃথিবীর মতো  
তার প্রতি ঘৃণা আনে স্বপ্নের সর্বস্ব মোহ—হানে ক্রমাগত ।

সুখ চাই তীব্র সুখ তার চেয়ে দুঃখ চাই আরো তীব্রতর  
দুঃখের বিলাসে আমি অতৃপ্তির তীব্র সুরা চাই পাত্র ভরা  
যা পেয়েছি সব মিথ্যে—যা কিছু পাবার ছিল তারও চেয়ে বড়  
দুঃবাহ বন্ধনে যাকে ধরে রাখি, মনে হয় আজও সে অথরা ।

স্বপ্ন থেকে মুক্তি নেই—বন্দী হয়ে আছি সেই আদিম নেশায়  
ভুলে গেছি—এ-জীবনে ছোট ছোট সুখ দুঃখ নিয়ে বাঁচা যায় ।

### অনির্দিষ্ট নায়িকা

ফিরে যাবো, শীত শেষে অবিশ্বাসী মরালের মতো  
অঙ্ককার শুভ্র হলে, ফিরো যাবো, হে সখি নিরালা,  
উরসে চন্দন গন্ধ, বিন্দু বিন্দু রক্ত ইতস্তত  
তোমার শিশির-স্বাদ মুখ আর দৃষ্টিপাত মালা—  
ফেলে আমি চলে যাবো, নির্বাসনে, হে সখি নিরালা ।

যৌবন আশ্রিত বুঝি দীর্ঘ ঋজু রাত্রির শরীরে ;  
দিনের আলোয় তুমি, ভীকু প্রাণ পতঙ্গের মতো ।  
আমাকে ডেকেছো তাই স্রোতস্থিনী তমসার তীরে  
অসহিষ্ণু বাসনায় নিজেকে ঢেকেছো অবিরত ।

দিনের আলোয় তুমি মৃত্যুমুখী পতঙ্গের মতো ।

করুণ শয্যায় লগ্ন ঘন নীল তোমার বসন—  
সমুদ্র, আকাশ কিংবা শৈশব-স্মৃতির মতো নীল,  
তুলে নাও নতমুখে, লজ্জা ঢাকো, বিচ্ছেদের ক্ষণ  
বিবাদের নীল শিখা চক্ষে জ্বালো, তারো সঙ্গে মিল

সমুদ্র আকাশ কিংবা শৈশব-স্মৃতির মতো নীল ।

ফিরে যাবো সব ফেলে দুঃখে, সুখে, হে সখি নিরালা,  
শরীরে স্পর্শের স্বাদ মুছে নেবে দিবসের চোখ

জ্ঞানারণ্য উপহার দেবে শুধু অতৃপ্তির জ্বালা  
আবার উষসী এলে ফিরে পাবো বিচ্ছেদের শোক ।

চতুর্দিকে রবে শুধু দিবসের শত তীক্ষ্ণ চোখ ।